W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 16 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 21. 02. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Bartaman,' a Bengali daily dated 20.02.2018, the news item is captioned 'মানসিক ভারসাম্যহীন আদিবাসী যুবতীকে গণধর্ষণ করে ভয়াবহ অত্যাচার, ধৃত ১'

Superintendent of Police, Dakshin Dinajpur is directed to enquire into the matter and to submit a report by 22nd March, 2018.

21/2/18

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

21/2/2018

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

মানসিক ভারসাম্যহীন আদিবাসী যুবতীকে গণধর্ষণ করে ভয়াবহ অত্যাচার, ধৃত ১

নির্ভয়াকাণ্ডের ছায়া কুশমণ্ডির দেহাবন্দে

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের ছায়া এবারে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার দেহাবন্দ এলাকায়। মানসিক ভারসাম্যহীন এক আদিবাসী যুবতীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে দেহাবন্দের পতিরাগ এলাকায় একটি শ্মশানের শিবমন্দিরে বাউল মেলা চলছিল। সেখানে রাতে শেষবারের মতো তাঁকে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার সকালে এলাকার শ্রীমতি নদীর পাশে জমিতে ওই যুবতীকে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিস দ্রুত তাঁকে রায়গঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করে। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে রাতেই মালদহ মেডিক্যালে পাঠানো হয়। রাজ্য পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অনুজ শর্মা জানান, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও উপজাতি কল্যাণ আধিকারিককে হাসপাতালে পাঠানো হয়। রামপ্রবেশ শর্মা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় কঠোরতম ব্যবস্থা নেবে।

গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিস আধিকারিক বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, খুবই নির্মম ঘটনা। তিনি জানান, একজনকে পাকড়াও করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীর পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনায় যারা জড়িত তাদের দ্রুত খুঁজে বের করে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের জেলা সভাপতি বিভূতি টুডু বলেন, ওই নির্মম কাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করা হলে আমরা জেলা জুড়ে আন্দোলনে নামব।

দেহাবন্দের এই ঘটনার কথা সোমবার ছড়িয়ে পড়তেই জেলা জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। অনেকেই এই ঘটনার মধ্যে দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ডের ছায়া দেখছেন। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোট বেলায় মা মারা যাওয়ার পরে ওই আদিবাসী যুবতীকে তার বাবা পাঞ্জাবের এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেন। কয়েক বছর আগে স্বামীর অত্যাচারে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে শ্বশুরবাড়ি থেকে ওই যুবতীকে বাবার বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবা মারা যাওয়ার পরে তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। রাতও কাটত এর-ওর বারান্দায়। প্রতিবেশীরা যে যেমন পারতেন তাঁকে খাবার দিতেন।

শিবপুজো উপলক্ষে দেহাবন্দে শনিবার রাতে বাউল মেলা বসে। রাত ১০টায় খিচুড়ি বিতরণ শুরু হয়। মাইকে উচ্চস্বরে বাউল গান চলতে থাকে। স্থানীয়রা জানান, সম্ভবত দুষ্কৃতীরা তাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে পাশের খেতে নিয়ে যায় ও তার উপর উপর্যুপরি নির্যাতন চালায়। তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়। মাইকে গান চলার কারণে ওই যুবতীর চিৎকার কারও কানে আসেনি। যুবতীকে ধর্ষণ করে যৌনাঙ্গে লোহার রড বা শক্ত কিছু দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করা হয়। যৌনাঙ্গের ভেতরের কিছু অংশ বের করে নেওয়া হয়। এভাবেই তাঁকে ফেলে দুষ্কৃতীরা চলে যায়। রবিবার

সকাল হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে সর্ষে খেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিসে খবর দেন।

মালদহ মেডিক্যালের কলেজ হাসপাতালের সুপার অমিত দাঁ বলেন, ওই যুবতীর যৌনাঙ্গে গুরুতর জখম রয়েছে। শক্ত কিছু দিয়ে সেখানে আঘাত করা হয়েছে। দু'জন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ সহ পাঁচজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের একটি টিম তাঁর চিকিৎসা করছে। তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। ৭২ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না। রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তরফেও এই একই কথা জানানো হয়েছে।